ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নাল পাবমেড ইন্ডেক্সিং করার স্মৃতি

আমি তখন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এর পুর্বে জানুয়ারি ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত প্রভাষক ছিলাম। মাঝখানে পিজিতে এম ফিল পড়তে গিয়েছিলাম। মার্চ ১৯৯৬ সনে আবার প্রভাষক হিসাবে ফিরে আসি। মে ১৯৯৮ সনে আমি সহকারী অধ্যাপক হই। খুব সম্ভব তখন থেকেই আমাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালের এডিটরিয়াল বোর্ডের মেম্বার করা হয়। তখন এডিটর ছিলেন প্রফেসর শাহ্ আব্দুল লতিফ স্যার। স্যার তখন ফিজিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি অধ্যক্ষ হন। তারপর মেডিকেল এডুকেশনের ডাইরেক্টর হন। বর্তমানে পি এস সি এর সদস্য। স্যারের সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা সাধারণত গবেষণনার কাজে রেফারেন্স এর জন্য পাবমেড ওয়েব সাইট ব্রাউজ করতাম। এক সময় আমার মাথায় চাপল ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালটা পাবমেড-এ ইন্ডেক্স করা যায় কিনা। তাতে বিশ্বের সব মেডিকেল রিসার্চ রা আমাদের জার্নাল খুজে পাবে। বাংলাদেশের কোন জার্নাল তখনো ইন্ডেক্স হয় নাই।

আমি স্যারকে বললাম
- আমাদের জার্নালটা পাবমেডে ইন্ডেক্স করা যায় না?
- এটা কি সেই মানের জার্নাল? ইন্ডেক্স হবে?
- চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? চেষ্টা করব?
- করেন।
২০০০ সন। সারাক্ষন চিন্তা করি কিভাবে পাবমেডের সাথে যোগাযোগ করা যায়। একদিন একটা পেপারে WHO এর ইমেইল এড্রেস পেলাম। এড্রেসটা হল এরকম publications@who.int. আমি ৪/১০/২০০১ তারিখে রাত ৩ টা ২৮ মিনিটে এই এড্রেসে ইমেইল করে বসলাম। তারিখ ও সময় গুলি আমি আমার স্মৃতির ফাইল থেকে প্রিন্ট করে রাখা ইমেইলগুলি দেখে লিখছি। পাবমেড এর প্রিন্টেড ভার্সন ছিল Index Medicus. আমি লিখলাম :
Would you kindly send me the contact address of Index Medicus.
Dr. Sadeque Talukder.
From: sadequel@citecho.net
৯/১০/২০০১ তারিখে উত্তর আসল library@who.ch থেকে, খুব সম্ভব তারা এখানে মেইলটা ফরোয়ার্ড করেছিল। লিখলেন:
To: sadequel@citechco.net
Index Medicus is now known as the database MEDLINE. MEDLINE is freely available at: http://www.nlm.nih.gov
আমি এই সাইট ব্রাউজ করা শুরু করলাম। ইন্টারনেটে লগইন থাকলে তখন ময়মনসিংহ থেকে মিনিটে সাত টাকা খরচ হতো। ওয়েব সাইট থেকে পাবমেডের ফ্যাক্ট শিট গুলি পড়তে লাগলাম। শত শত টাকার বিল দিয়েছি। কারন, আমাকে এটা পারতেই হবে। অবশেসে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করে লতিফ স্যারের কাছে গেলাম। স্যারকে প্রসিডিউরটা ব্যাখ্যা করলাম। স্যারকে বললাম একটা দরখাস্ত লিখতে পাবমেডের এক্সিকিউটিভ এডিটর Sheldon Kotzin এর নিকট।

৪/১১/২০০১ তারিখে একটা দরখাস্ত ও জার্নালের ৪ টি ইস্যু ডিএইচএল কুরিয়ারের মাধ্যমে কটজিনের নিকট পাঠানো হল। ইস্যু গুলি ছিল জানুয়ারি ও জুলাই ২০০০ এবং জানুয়ারি ও জুলাই ২০০১ সন। অর্থাৎ ভলিউম ৯ ও ১০ পাঠানো হয়েছিল।

এই জার্নাল ১৯৯২ সন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল।

পাবমেডে জার্নাল পাঠিয়ে আমরা খুব একটা আশাবাদী ছিলাম না। ১৪ ই জুন ২০০২ সনে কটজিন প্রফেসর লতিফ স্যারকে লিখলেন
Dear Dr. Latif,
..... I am pleased to inform you that Mymensingh Medical Journal has been selected to be indexed and included in Index Medicus and MEDLINE.....
ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নাল পাবমেডে ইন্ডেক্স হয়ে গেল। সেই মহা আনন্দের চিঠিটি ডাকযোগে আসল খুব সম্ভব ২০ শে জুন ২০০২। আমি তখন তিন দিনের ওয়ার্কশপে ঢাকায় সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন-এ ছিলাম। দুপুরের বিরতির সময় বাইরে মিজানুর রহমান স্যারের সাথে কথা বলছিলাম। এমন সময় লতিফ স্যারের মোবাইল আসল

"সাদেক সাব, জার্নাল তো ইন্ডেক্স হয়ে গেছে, আজ কটজিনের চিঠি পেয়েছি। " আমি বললাম "স্যার, আমি ঢাকায়, আগামীকালের পরের দিন আসতেছি। আনন্দ হবে, মহা আনন্দ! "

মোবাইল রেখে মিজান স্যারের কাছে সংবাদটি বললাম। মিজান স্যার খুশী হলেন। ভিতরে গিয়ে সবার নিকট বললেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নাল হল বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত একমাত্র পাবমেড ইন্ডেক্স মেডিকেল কলেজ জার্নাল।

পরে ময়মনসিংহ এসে দেখি কলেজ কর্তৃপক্ষ এডিটরিয়াল বোর্ড সম্পুর্ন পরিবর্তন করে ফেলেছেন। এডিটর করেছেন প্রফেসর নজরুল ইসলাম সিদ্দকী স্যারকে। আমি বাদ। রাগে, দু:খে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আক্তার স্যারকে বললাম "জার্নাল ইন্ডেক্স করতে আমার অনেক সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে। কটজিন লিখেছে জার্নালের সফট কপি এক্স এম এল ফর্মাটে পাঠাতে হবে। আমাকে ছাড়া বাংলাদেশের আর কে আছে একাজ করে?"
স্যার কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে বের হয়ে বললেন "আপনি এডিটরিয়াল বোর্ডে আছেন। " আমি স্বস্তি ফিরে পেলাম। লতিফ স্যার এক্স অফিসিয়াল হিসাবে বোর্ডে থাকলেন। এবার আমরা তিন জন সিদ্দিকী স্যার, লতিফ স্যার আর আমি মিলে বিশেষ ভাবে কাজ করতে লাগলাম।

আমি কটজিনকে লিখলাম
- xml file সম্বন্ধে আমার ধারনা নাই।
- তোমার কলিগদের সাহায্য নাও।
- আমার কলিগরাও জানেন না।
-কোন প্রতিসঠানে গিয়ে শিখে নাও।
আমি কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিসঠান এপ্টেকে গিয়েও কোন সাহায্য পেলাম না।
- কোথাও হেল্প পাচ্ছি না।
-xml tutorial website থেকে শিখে নাও।
প্রতি মিনিট ৭ টাকা করে কয়েক শত টাকা খরচ করে, অনেক সময় ব্যয় করে আমি xml file তৈরি করা শিখলাম। শুরু হল পরীক্ষা দেয়া। Carol J Myer আমার পরীক্ষা নেন। ফাইল বানিয়ে আমি ইমেইল করি। তিনি বলেন ভাল হয়েছে তবে....। বহুবার কারেকশন করে করে পাঠালাম। কিন্তু তার তবে আর শেষ হয় না। অনেকবার চেষ্টার পর সফলকাম হলাম। ২০০০ সনের ইস্যু থেকেই ইন্ডেক্স কাউন্ট হওয়ায় ব্যাকডেটের ইস্যু গুলিও xml করে পাঠালাম। আমাদের জার্নাল সেই থেকে রেগুলার পাবমেডে পাওয়া যাচ্ছে। পরে আমি একটি এপ তৈরি করে দিয়েছি কম্পিউটার অপারেটরকে। তিনি এখন আমার এপ দিয়ে xml বানিয়ে পাঠান। অনেকেই হয়ত জানেন না এর জন্য আমার, কত রাত জাগতে হয়েছে, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত খরচ হয়েছে।

কিছুদিন পর আরও খুশীর ব্যপার হল। বৃটিশ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন লাইব্রেরি আমাদের জার্নাল ডলার দিয়ে কিনে সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেল। কারন এটা এখন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। আমরা জার্নাল বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করলাম।

আরেকটি ব্যাপার হল বংগবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রমোশনের জন্য শর্ত দিয়েছে যে পাবমেড ইন্ডেক্স জার্নালে প্রকাশনা থাকতে হবে। তাতে অনেকেই ওখানের গবেষনয়ার রিপোর্ট ময়মনসিংহ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব এখন প্রতিবছর তিন চারটি করে ইস্যু বের করতে হয়।

২০০৮ সনে আমাকে সরকার বদলী করে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে। ওখানে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার। তিনি একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বললেন
- আমি সাদেক সাহেবের নাম আগে থেকেই জানতাম। আমি যখন দুই বছর মালয়েশিয়াতে ছিলাম তখন বিভিন্ন সমাবেশে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ জার্নাল হাতে রাখতাম। গর্ব করে বলতাম এটা আমাদের ইন্ডেক্স জার্নাল। সাদেক সাব এটা ইন্ডেক্স কপি মেইন্টেইন করেন। আমি চাই সাদেক সাব দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ জার্নাল নামে একটি জার্নাল বের করেন।
আমি ২০০৮ সন থেকে ২০১৫ সন ৮ বছর দিনাজপুর ছিলাম। ২০১৬ জানুয়ারি থেকে কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ

নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে আছি। এখনো আমি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ জার্নাল এর এডিটর, মোট ২০টি ইস্যু বের করেছি, সবগুলিই বিএমডিসি রিকগনয়াইজড। এই জার্নাল আমার তৈরি ওয়েবসাইট www.dinajmc.org তে পাওয়া যায়।

বর্তমান একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ জার্নাল নামে এ পর্যন্ত ৩ টি ইস্যু বের করে বিএমডিসিতে জমা দিয়েছি রিকগ্নিশনের জন্য। আমি এই জার্নালের এডিটর।

কিছুদিন আগে আমাকে বাংলাদেশ একাডেমী অব প্যাথলজি-এর জার্নাল বের করার তাগিদ দেয়া হয়। আমি অল্পদিনের চেস্টায় এর প্রথম ইস্যু বের করেছি। আমি এই জার্নালের এসোসিয়েট এডিটর। এই জার্নাল আমার তৈরি ওয়েব সাইট www.bapath.org তে পাওয়া যায়।

এপর্যন্ত আমার ৮৩ টি গবেষনামুলক নিবন্ধ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার ২৭টি পাবমেডে। আমার হাতে শত শত নিবন্ধ সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শত শত মেডিকেল শিক্ষক প্রকাশিত নিবন্ধের দ্বারা প্রমোশন নিয়েছেন। তারা আমাকে যখন ধন্যবাদ দেন তখন আমার ভাল লাগে এবং কি যেন না পাওয়ার বেদনায় ব্যাথিত হই।
======
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
২০/৬/২০১৭